সংবাদ

তারিখ 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঢাকা : মঙ্গলবার ২২ মাঘ ১৪২০
Dhaka : Tuesday 4 February 2014

সম্পাদকীয়

গোড়াতেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাস দমন করুন

গত রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর কয়েক দফা হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ ও পুলিশ। হামলার ঘটনায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১২ জন বুলেটবিদ্ধ হয়েছে। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। হামলার ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে গেলেও ছাত্রলীগের কেউ হল ত্যাগ করেনি বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই রাবি শিক্ষার্থীরা বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিল। এই দাবিতে তারা গত রোববারও আন্দোলন করছিল। ছাত্রলীগের একটি মিছিল থেকে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। ছাত্রলীগের হামলায় একপর্যায়ে পুলিশও অংশ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আক্রমণ করে।

ছাত্রলীগের হাজারও অপকর্মের মধ্যে বড় একটি অপকর্ম হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বলপ্রয়োগে দমন করা। সাধারণ অর্থে ছাত্র সংগঠনগুলো নিজের অর্থাৎ শিক্ষা জীবন সংশ্লিষ্ট স্বার্থ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কিন্তু হাল আমলের ছাত্রলীগকে ঠিক বিপরীত ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। তারা শিক্ষা জীবন সংশ্লিষ্ট স্বার্থের পরিবর্তে একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় মনোনিবেশ করেছে। এর একটি বড় কারণ হতে পারে- দখল-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিসহ ইত্যাকার অপকর্মে জড়িয়ে পড়া বর্তমান ছাত্রলীগের ক্যাডারদের কোন শিক্ষাজীবন নেই। তারা শুধুই নামধারী শিক্ষার্থী। তাদের না আছে পড়াশোনা, তারা না বোঝে শিক্ষার মর্ম। হত্যা-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিই তাদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্রলীগের ক্যাডাররা নিজেদের শিক্ষাজীবন উচ্ছন্নে নেবে নাকি নেবে না সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে বিপন্ন করার কোন অধিকার তাদের নেই। এর আগে তারা বিসিএসে কোটা প্রথার বিরোধিতাকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া যৌক্তিক কি অযৌক্তিক সেটা ভিন্ন তর্ক। তাদের দাবি-দাওয়া বিবেচনা করে দেখবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ছাত্রলীগ সেখানে কেন হামলা চালায় সেটা এক প্রশ্ন। সন্ত্রাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়া ছাত্রলীগ কি ভালো কিছু দেখলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? নাকি তাদের দিয়ে পেছন থেকে কোন মহল হীনস্বার্থ উদ্ধার করছে? এসব প্রশ্নের সুরাহা করা দরকার। সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য যেমন, ছাত্রলীগের আত্মশুদ্ধির জন্যও তেমন এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।

অভিযোগ আছে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী একটি অংশ ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ বিষয়ে সরকারকে এখনই সচেতন হতে হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গত মেয়াদের সরকার শুধু মুখেই ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। বাস্তবে লোক দেখানো দু-একটি মামলা আর দু-একজনকে গ্রেফতার ছাড়া কিছুই হয়নি। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুরুতে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান সরকার শুরুতেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসকে দমন করতে না পারলে আগামীতে আরও অনেক বিশ্বজিৎকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হতে পারে। রাবিতে হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের মুখোমুখি করতে হবে। সেখানে পুলিশের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।